2130/a/2020

আনন্দবাজার পত্রিকা
28/09/2020

পোর্ট কাল রিজন

সাধুখাঁর বক্তব্য, "চোদ্দো ধ্যে এমনি রোগীদের ছেড়ে কথা। আমার মা একমাস না রোগীদের মধ্যে রয়েছেন। ও মা পজ়িটিভ না নেগেটিভ পারলাম না! কী রোগের া হচ্ছে সেটাই তো বুঝছি না? ভিত্তিতে মা'কে ছেড়ে দিলে য্যাও তো খালি হতো!"

ক্তর অসুখে আক্রান্ত আট সোমা দেবনাথের বাবা দেবনাথ বলেন, "মেয়ের াবিনের মাত্রা ছয় হয়ে ছে। রিপোর্ট না-পেলে রক্ত দিতে না। মেয়ে তো এবার গুরুতর হয়ে পড়বে!" রোগীদের নদের একাংশ জানান, াবায়োলজি বিভাগের বক্তব্য, র্টের প্রতিলিপি ই-মেলে সুপারের সে চলে গিয়েছে। সেখান থেকে আউট দিলে এসএসবি ব্লক রিপোর্ট সংগহ করতে হবে। সুপারের অফিস থেকে প্রিন্ট এসএসবিব্লকে পৌঁছয়নি। কাতা মেডিক্যাল কলেজের সুপার উপাধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল বিশ্বাস বলেন, মেলে রিপোর্ট আসার পরে তার লিপি এখান থেকেই এসএসবি যাওয়ার কথা। কেন রোগীরা র্ট পাচ্ছেন না, তা দেখা হচ্ছে।"

টেনি জট, াভ চলছে

াজ। বিক্ষোভ দেখায় অ্যাবেকা-ও। বাম পরিষদীয় নেতা সুজন বর্তী বলেন, "মন্ত্রী বলেছেন, এসসি এখনও স্পষ্ট করে কিছু াতে পারেনি। এপ্রিল ও মে সর বিল আপাতত নেওয়া হবে না লে চলবে না, বাতিল করতে হবে। নর বিল নতুন করে দিতে হবে, াও যা খুশি হলে হবে না। তার গেই কেউ কলকাতা জিতেছে বলে ল হয় না।" সুজনবাবুর বক্তব্য,

অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার 'গলদে' রোগীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা

কোভিড সংক্রমণ ধরা পড়ার সাত দিন পরে হাসপাতালে পৌঁছেছিলেন গড়িয়ার সনৎকুমার দে। কিন্তু শেষমেশ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া হল না। তার আগেই অ্যাম্বুল্যান্সের ভিতরে মারা গেলেন তিনি। সোমবার দুপুরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে এই ঘটনায় সরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের চালক ও সহকারীর বিরুদ্ধে অদক্ষতা এবং গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। গোটা ঘটনা স্বাস্থ্য দফতরের নজরেও এসেছে বলে অভিযোগ মৃতের ভাইপো ঋত্বিক দে-র।

ঋত্বিকবাবুর অভিযোগ, স্বাস্থ্য দফতর থেকে যে অ্যাম্বুল্যান্স গিয়েছিল তার স্ট্রেচার ভাঙা ছিল। চালক ও সহকারী প্রথমে দাবি করেন, পরিজনদের দায়িত্বে রোগীকে অ্যাম্বুল্যান্সে তোলা। কিন্তু পরে স্বাস্থ্য দফতরের 'ধমক' খেয়ে চাদরের স্ট্রেচার তৈরি করে রোগীকে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু অপটু হাতে তুলতে গিয়ে দু' বার পিচের রাস্তায় ধুলোর মধ্যে রোগীকে শুয়ে দেন বলেও অভিযোগ। এমনকি, গড়িয়া থেকে মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছে নিজেরা বিশ্রাম নিতে চলে গিয়েছেন। পরিজনেরা না-পৌঁছনো পর্যন্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত কোভিড রোগী অ্যাম্বুল্যান্সের ভিতরেই পড়ে ছিলেন। ভর্তি হওয়ার আগে সেখানেই মারা যান তিনি।

ঋত্বিকবাবু জানান, জুন মাসে সেরিব্রাল স্ট্রোকের জেরে শরীরের একাংশে পক্ষাঘাত হয় সনৎবাবুর। সে সময় কোভিড সংক্রমণ ধরা পড়েনি। ১৪ জুলাই ভোরে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ফের ওই হাসপাতালে নিয়ে আসার পরে পরীক্ষায় কোভিড সংক্রমণ ধরা পড়ে। ওই হাসপাতালে কোভিড চিকিৎসা হচ্ছে না। অন্যত্র কোথাও ভর্তি করাতে না-পেরে শেষমেশ গড়িয়ার বাড়িতেই ফিরিয়ে নেওয়া হয় বৃদ্ধকে। পিপিই পরে বাড়িতে তাঁর সেবা করতেন ঋত্বিকবাবুই। তিনি বলেন, "কাকা-কাকিমা নিঃসন্তান। বৃদ্ধ কাকিমার পক্ষে ওই কাজ সম্ভব নয়।" তিনি জানান, ১৪

P.T.O